Contents

সাড়ে ১৬ মাসের
কারাস্মৃতি

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি

(২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার থেকে ২০০৬ সালের ৯ই জুলাই রবিবার)
[১ বছর ৪ মাস ১৭ দিন]

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৪
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৫২
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

ذكرى السجن لستة عشر شهرًا ونصف

تأليف : محمد نور الإسلام
السكرتير العام لجمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش
الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
রবীউল আউয়াল ১৪৩৭ হি.
পৌষ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, জানুয়ারী ২০১৬ খ্রি.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

Share Sholo masher kara smriti by **Muhammad Nurul islam**. Secretary Genaral, Ahlehadeeth Andolon Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com.

বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে উঠল, ‘স্যার! চিন্তা করবেন না। জোট সরকার কোন ক্ষতি করতে পারবে না *ইনশাআল্লাহ*! জানতে চাইলাম, তিনি কে? উত্তর আসলো ‘খায়রুযযামান লিটন’ [পরবর্তীতে (২০০৮-১৩) সিটি ‘মেয়র’]।

জীবনে কোর্ট-কাচারীতে যাইনি। তাই কোর্ট হাজতের বারান্দায় আমরা চারজন চারটি চেয়ারে বসে ভাবছিলাম, হয়তবা ভুল করে আমাদের ধরে এনেছে, এখুনি ছেড়ে দিবে। বিকালে গিয়ে ইজতেমার কাজ শুরু করব। হঠাৎ মাইকের আওয়ায, ‘নওদাপাড়ায় ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর বার্ষিক ‘তাবলীগী ইজতেমা’ বাতিল করা হয়েছে’। মাইকের প্রতিটি আওয়ায আমার বুকে যেন শেল বিদ্ধ করছিল, অন্তরে চরম আঘাত হানছিল। হৃদয়কে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলছিল। সহ্য করতে না পেরে বললাম, ‘ইজতেমা বন্ধ’? সালাফী ছাহেব উত্তর দিলেন ‘ইজতেমা বন্ধ করার জন্যই তো আমাদের এখানে আনা হয়েছে’। আমীরে জামা‘আত বললেন, ‘চক্রান্ত আরও গভীরে’। বিষণ্ন বদনে ভাবনার চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে :

এমন সময় পুলিশের আহ্বান স্যার চলেন। কোথায়? বলল, স্যার চলেন। উঠলাম প্রিজন ভ্যানে। আমাদের সোজা নিয়ে গেল জেলখানায়। গেইটে ঢুকতেই জেলার ছাহেব হাযির। ডেপুটি জেলার মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের ছাত্র এবং সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে বাড়ী। বলা হ’ল, একটু ভাল জায়গায় ব্যবস্থা করো। খাতায় নাম-ঠিকানা লেখা, সই-স্বাক্ষর করার পর জেল পুলিশ ও একজন পুরাতন কয়েদীর (ম্যাট) হাতে আমাদের তুলে দিয়ে বলা হ’ল, ৬ সেলের ৪নং কক্ষ। ম্যাট সোহরাব কিছুটা ইতস্তত করছিল। কারণ পরে বুঝলাম যে, এটিই হ’ল রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সবচাইতে নিকৃষ্ট সেল। এখানে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী বন্দীদের প্রথমে এনে রাখা হয়। আমরাও এখন জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধের চারদলীয় জোট সরকারের দৃষ্টিতে অনুরূপ দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আসামী। তাই আমাদের স্থান এখানেই হয়েছে। জানালা বিহীন পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ সংকীর্ণ এই সেলটির দরজা মোটা লোহার রড দিয়ে তৈরী। বাহিরে উঁচু দেওয়ালের উপরে কাঁটাতার দিয়ে মোড়ানো। যাতে কোন আসামী দেওয়াল টপকে বেরিয়ে যেতে না পারে। ভিতরে তিন

ফুট উঁচু দেওয়াল ঘেরা টয়লেট। বসলে মাথা দেখা যায়। একজন টয়লেটে গেলে অন্যদের পিছন ফিরে বসে থাকতে হয়। ১৯০৮ সালে তৈরী এই জরাজীর্ণ কক্ষে ঢুকিয়ে জনপ্রতি তিনটি করে পুরাতন কম্বল দিয়ে ম্যাট দরজায় তালা মেরে দিল। সাথে ১টি করে এ্যানামেলের উঁচু থালা ও বাটি দিল। যাওয়ার সময় সে বলল, 'স্যার একটি কম্বল দিয়ে বালিশ বানাবেন, একটি দিয়ে বিছানা ও একটি গায়ে দিবেন। স্যার চিন্তা করবেন না, জেলে না আসলে বড় হওয়া যায় না। আসি স্যার! সকালে দেখা হবে'।

ম্যাট চলে গেলে আমরা বিছানা ঠিক করতে লাগলাম। দেওয়ালের প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। এত ছোট রুমে চার জন শোয়া কঠিন। শু'লে দেওয়ালে পা ঠেকে। সেই সাথে শুরু হ'ল মশক বাহিনীর হামলা। অগণিত মশার ভনভনানী ও ফাঁক পেলেই প্রচণ্ড কামড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। থালা দিয়ে আমি বাতাস করে মশার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। এভাবেই ফজরের আযান হ'ল।

দরসে কুরআন :

আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর তিনি এক হৃদয়গ্রাহী দরস পেশ করলেন। দরসটি ছিল সময়োপযোগী ও মন গলানো। আমার যতদূর মনে পড়ে 'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না তোমরাই বিজয়ী। যদি তোমরা ঈমানদার হও' সূরা আলে ইমরান ১৩৯ আয়াতের উপরে তিনি দরস পেশ করেছিলেন। এ সময়ে তিনি বললেন, নূরুল ইসলাম! আমাদের আন্দোলন আল্লাহ কবুল করেছেন। নবী-রাসূলগণের ন্যায় আমাদের উপরও নির্যাতন নেমে এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন। তোমরা ভীত হয়োনা। সে যুগে যেমন নবীগণ প্রচলিত কোন মনগড়া বিধানের সঙ্গে আপোষ করেননি, আমরাও তেমনি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষকে স্রেফ আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানিয়েছি। আমরা নেতাদের বলেছি 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। এর কারণে আমরা সকল দল ও মতের নেতাদের বিরাগভাজন হয়েছি। আমাদের পূর্বসূরী আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ জেল-যুলুমের সম্মুখীন হয়েছেন। বাতিলপন্থীদের হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করেছেন। ফাঁসিতে জীবন

দিয়েছেন। কিন্তু ঈমান হারাননি। আমাদের অবস্থাও অনুরূপ হ'তে পারে। অতএব তোমরা যেখানেই থাক না কেন, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলবে না এবং আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল হারাবে না। আমাদের চারজনের কথা যেন একই রকম হয়। নূরুল ইসলাম! হয়তবা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। চার জনকে চার জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। ভয়-ভীতি দেখিয়ে বা নির্যাতন করে মিথ্যা কথা বলিয়ে নিতে চাইবে। খবরদার মরবে, কিন্তু ঈমান হারাবে না'।

ফাইলে হাযিরা :

কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন সকালে নবাগত বন্দীদের গণনার জন্য কেইস টেবিলের সামনে জমা করে হাযিরা করা হয়। সেখানে গিয়ে উপুড় হাঁটুতে লাইনে বসে থাকতে হয়। আমাদের জন্য এটা ছিল বড়ই হীনকর। আমীরে জামা'আত এক পাশে গাছের ধারে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাফী ছাহেব ও আমাকে পাঠালেন কারা কর্মকর্তার টেবিলে গিয়ে আমাদের নাম-ঠিকানা লিখিয়ে আসার জন্য। ভদ্রলোক আমাদের দ্রুত বিদায় করে দেন। পরে একজন কারারক্ষী বলল, আপনারা তো সহজে পার পেয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে একবার ফজলে হোসেন বাদশা (বর্তমানে রাজশাহী সদর এম.পি. ২০০৯-১৬ইং) এলে তিনি লাইনে না বসায় জনৈক কারারক্ষী তাকে লাঠি দিয়ে মারে। পরে চিনতে পেরে উভয়ের মধ্যে মিটমাট করে দেওয়া হয়।

সালাফী ছাহেব আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। তাই পরের দিন তাকে কারা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হ'ল। আমরা তিনজন আরো একদিন ঐ কক্ষে থাকলাম। ২য় দিন সকালে বের হ'লে পাশের কক্ষের বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। দু'একজন বয়স্ক ছাড়া সবাই তরুণ। তাদেরকে খুব হাসি-খুশী দেখলাম। আযীযুল্লাহর সঙ্গে ওদের ভাব জমে গেল। ওরা খুশী মনে বলল, আমাদের কোন ভয় নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সাহায্যে আছেন। পত্রিকার হৈ চৈ থামানোর জন্য আমাদের ৬৭ জনকে ধরে এনেছে। সত্বর মুক্তি পাব'। আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জেএমবি হওয়া সত্ত্বেও এরা মুক্তি পাবে? হ্যাঁ। পরে যখন আমরা নওগাঁ জেলে, তখন জানতে পারলাম যে, এদের ৪০ জন একদিনে এবং তার দু'সপ্তাহ পরে বাকী ২৭ জন মুক্তি পেয়েছে। হ্যাঁ, একেই বলে আইওয়াশ।

অতঃপর বসে ঢুলতে ঢুলতে ফজরের আযান কানে ভেসে এল ১৬ ফুট উঁচু প্রাচীরের বাধা পেরিয়ে। জায়গার সংকীর্ণতার কারণে একজন একজন করে ছালাত শেষ করলাম। পরের দিন আমাদের গোপালগঞ্জ আদালতে হাযির করার কথা। কিন্তু তা না করেই আমাদের নামে ১০ দিনের রিম্যাণ্ড মনযূর করা হয়। যা পরে আমরা জানতে পারি।

গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় জেআইসি রিম্যাণ্ডে :

পরের দিন ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে লকআপ খোলা হ'লে আমাদের হাতে একটা করে গরম রুটি দিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলা হয়। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের নিয়ে মাইক্রো রওয়ানা হয়। কোথায়, কে জানে? কোর্টে হাযির করা হ'ল না। অতঃপর কিছু দূর যেতেই ফেরিঘাট। বুঝতে পারলাম ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফেরি পার হয়েই কালো কাপড় দিয়ে আমাদের চোখ বাঁধা হ'ল। আতংকে শরীর শিউরে উঠল। ভাবলাম, হয়তবা এক এক করে ফাঁকা রাস্তার ধারে নামিয়ে ক্রস ফায়ারে দিবে। তিন জনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। মনে মনে দো'আ ইউনুস পড়তে লাগলাম। কিন্তু না! মানুষের কোলাহল ও যানবাহনের শব্দ বেড়েই চলল। এক পর্যায়ে মাইক্রোর গতি কমে এল। আমাদের নামতে বলা হ'ল। একটা বড় বিল্ডিং। আমাদেরকে হাত ধরে তিন তলায় উঠানো হ'ল। এবার চোখ খুলে দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম, এটা আমাদের জেআইসি রিম্যাণ্ড।

ক্যান্টনমেন্ট থানা হাজতে :

প্রথম দিন নাম, ঠিকানা ও পরিচয় ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত রিম্যাণ্ড শেষে বাদ মাগরিব ক্যান্টনমেন্ট থানা হাজতে নেওয়া হয়। অতঃপর থানা অফিসের আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমাদের নেওয়া হ'ল একটা কক্ষে। সেখানে গোছগাছ শেষে আমরা শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ পাশের কক্ষের দরজার গ্রিল থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠের আওয়ায এল, *লা তাহযান। ইন্নাল্লা-হা মা'আনা*। দু'তিন বার একই আওয়ায শুনে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, পাশের কক্ষেই আছেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। আনন্দে মনটা নেচে উঠল। এই ভেবে যে, স্যার বেঁচে আছেন। তাঁকে মেরে ফেলেনি। *আলহামদুলিল্লাহ*। বারান্দায় কড়া পুলিশ প্রহরা। তাই বাংলায় কোন কথা বলার সুযোগ নেই। ফলে আমীরে

জামা'আত কুরআনী আয়াতের মাধ্যমে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, আমি ভালো আছি। দুশ্চিন্তা করো না। তোমরাও ভয় পেয়ো না।

পরের দিন স্যারের এসকর্ট দারোগার মাধ্যমে আমাদের এসকর্ট দারোগা জানতে পারেন যে, একই দিন স্যারকে রাজশাহী কারাগার থেকে বিকেলে বের করে রাতে বগুড়া কারাগারে এনে রাখা হয়। পরদিন সকালে তাঁকে বগুড়া থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানায় আনা হয়। আমাদের পূর্বেই তাঁকে পাশের বড় কক্ষে একাকী রাখা হয়।

শুনলাম, স্যার ধূলাভরা মেঝের উপর পরনের পোষাক পরে শুয়েছেন। হাতের ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুতে চাইলেও তাঁকে সেটা দেওয়া হয়নি। গামছাটাও নিতে দেওয়া হয়নি। কারণ এটা নাকি আইনে নিষেধ আছে। কেননা অনেকে গামছা গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। হাজত কক্ষের এক কোণায় পড়ে থাকা একটি ছেঁড়া খাকি কাপড়ের টুকরা কুড়িয়ে এনে তিনি মুষ্টি করে মাথার বালিশ বানান। এভাবেই তাঁকে রাত কাটাতে হয় দুর্গন্ধ ও মশার কামড়ের মধ্যে। কক্ষের মধ্যেই খোলা টয়লেট। আমাদের সঙ্গে বড় চাদর ছিল। তাই বিছিয়ে শুয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিন অবশ্য একটি ছেঁড়া কাঁথা ও কভারবিহীন ময়লা বালিশ তাঁকে এনে দেওয়া হয়। সেদিন রিম্যাণ্ড থেকে এসে দেখেন ঐ ছেঁড়া কাঁথার উপরেই বিড়ালের নরম পায়খানা ভরা। একজন পুলিশ ভদ্রতা দেখিয়ে সেটি ফেলে দেয় ও কাঁথাটি ধুয়ে শুকিয়ে দেয়। আরেকজন পুলিশ দয়াপরবশে রাতে একটা কয়েল ধরিয়ে দিয়ে যায়। ঐ ছেঁড়া কাঁথা ও ছেঁড়া বালিশে শুয়ে স্যারের মনের মধ্যে আপনা থেকেই উদয় হয়, যদি কখনো দাম্ভিক প্রধানমন্ত্রীর এই অবস্থা হয়, তখন তিনি বুঝবেন হাজতীদের বেদনা। হ্যাঁ। সেদিনের প্রধানমন্ত্রী পরে নিজেকে ও নিজের দুই ছেলেকে দিয়ে হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করেছেন। এটাই আল্লাহ্র বিচার!

উল্লেখ্য যে, দু'টির অধিক ফৌজদারী মামলা থাকলে সেইসব বন্দীর পায়ে বেড়ী পরানো হয়। বিশেষ করে কারাগারের বাইরে নেওয়ার সময়। আমাদের ৭টি করে মামলা এবং স্যারের ১০টি মামলা ছিল বিভিন্ন যেলায়। আমাদের ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হ'লেও স্যারের পরানো হয়নি। অতঃপর জেআইসিতে স্যারের ধমকের পর আমাদের বেড়ী খুলে দেওয়া হয়। পরে সাড়ে ১৬ মাসের

কারা জীবনে স্যারের কেস পার্টনার হওয়ার সম্মানে আমাদের আর ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হয়নি। *আলহামদুলিল্লাহ*। আল্লাহ আমাদেরকে জেলখানার এই কঠিন কষ্ট থেকে বাঁচিয়েছেন।

জেআইসি চেয়ার :

পরদিন সকাল ৯-টার আগে আমাদের বের করা হ'ল। অতঃপর মাইক্রোতে উঠিয়ে চোখ বেঁধে নতুন গন্তব্যে নেওয়া হ'ল। অনেকক্ষণ পর মাইক্রো থামলে আমাদেরকে সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে একটি কক্ষে নিয়ে চোখ খুলে দেওয়া হ'ল। কক্ষের ভিতর একটি লম্বা টেবিল, কয়েকটি চেয়ার। চতুর্দিকে শাস্তি দেওয়ার নানা রকম কলা-কৌশল দেওয়াল ঘেঁষে টাঙ্গানো আছে। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানার এসকর্ট দারোগা আমার পাশে বসে আমাকে শাস্তি দেওয়ার নানান ধরনের যন্ত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। একটি স্টিলের সাদা চেয়ার, দাম ৯ লাখ টাকা। তৈরী আমেরিকায়। পরে শুনেছি স্যারকে যে চেয়ারে বসানো হয়েছিল, তা ছিল ১৩ লাখ টাকা দামের আরও নির্যাতনকারী চেয়ার। ঐ চেয়ারে বন্দীকে বসিয়ে হাত, পা চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে বিদ্যুতের সুইচ টিপলেই সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চালন হ'তে থাকবে। চরম ঝাঁকুনী হ'তে থাকবে। কষ্টে নাক-মুখ দিয়ে ফেনা বের হবে। তখন সে সত্য কথা বলতে বাধ্য হবে।

একটি ব্লাক বোর্ডে ছোট ছোট পিন আটকানো আছে। বন্দীর হাত, পা ও দেহ ভালভাবে ব্লাক বোর্ডের সাথে বেঁধে বোর্ডটিতে সুইচ টিপে দিলে তা চরকির মত ঘুরতে থাকবে। তার সাথে সাথে মানুষটিও ঘুরতে থাকবে। একবার মাথা নীচে পা উপরে, আবার পা নীচে মাথা উপরে উঠতে থাকবে। এতে প্রস্রাব-পায়খানা হয়ে যাবে। ফলে সে সত্য কথা বলতে বাধ্য হবে। এভাবে হরেক রকম যন্ত্রের সাথে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। এটি ছিল সরকারের ভাড়া করা একটি বিল্ডিং-এর তৃতীয় তলা।

'সত্যের তেজ' :

হঠাৎ এ সময় আমাদের এসকর্ট দারোগা আমাদের বললেন, দ্বিতীয় তলায় আপনাদের আমীর ছাহেবকে আনা হয়েছে। তিনি শুনতে পেয়েছেন যে, আপনাদের পায়ে বেড়ী পরানো হয়েছে। তাতে তিনি সিংহের মত গর্জে উঠে

মামলা সমূহের বিবরণ

১. রাজশাহী মহানগরীর শাহ মখদূম থানায় ২৩.০২.২০০৫ইং তারিখে ৫৪ ধারায় মামলা। বিবাদী (১) ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (২) আব্দুস সামাদ সালাফী (৩) মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (৪) এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। এফআরটি (প্রাথমিক তদন্তে খালাস) ০৯.০৪.২০০৫ইং।

২. সিরাজগঞ্জ যেলার উল্লাপাড়া থানায় ১৬.০২.২০০৫ তারিখে নেওয়ারগাছা গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি মামলা। এসটি (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) ৪৫/০৫। বিবাদী ৪ জন। এফআরটি ০৪.০৭.২০০৫ইং।

৩. গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানায় ১১.০২.২০০৫ তারিখে মহিমাগঞ্জ ব্রাক ব্যাংক অফিসে ডাকাতি। এসটি ২২/০৫। বিবাদী ৪ জন। এফআরটি ২৬.০৭.২০০৫ইং।

৪. নওগাঁ যেলার পোরশা থানায় ১৬.০২.২০০৫ তারিখে ব্রাক ব্যাংক অফিসে ডাকাতি। এসটি ৪৮/০৫। বিবাদী ৪ জন। এফআরটি ১৩.১১.২০০৫ইং।

৫. গোপালগঞ্জ যেলার কোটালীপাড়া থানায় ১৮.০১.২০০৫ তারিখে ব্রাক ব্যাংক অফিসে ডাকাতি। সেশন ৩৬/০৬। বিবাদী ৪ জন। এফআরটি ০৫.১১.২০০৬ইং।

৬. গাইবান্ধা যেলার পলাশবাড়ী থানায় ২৬.১২.২০০৪ তারিখে তোকিয়ার বাজার যাত্রা প্যাণ্ডেলে বোমা হামলা। এসটি ১৬/০৫। বিবাদী ৪ জন। ৩ জনের এফআরটি ২৩.০৫. ২০০৫। ১নং বিবাদীর বিরুদ্ধে চার্জশীট। বিচার শেষে ২৬.০৬.২০০৮ইং তারিখে বেকসুর খালাস।

৭. বগুড়া যেলার গাবতলী থানায় ০৬.০২.২০০৫ তারিখে চকসাদু গ্রামে বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার। এসটি ৬৬/০৫। বিবাদী ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। চার্জশীট। বিচার শেষে বেকসুর খালাস ৩০.০৯.২০১০ইং।

৮. নওগাঁ যেলার রাণীনগর থানায় ২৮.০৫.২০০৪ তারিখে খেজুর আলী হত্যা মামলা। এসটি ২১/০৫। বিবাদী ৪ জন। এফআরটি ০৫.০৭.২০১১ইং।

৯. বগুড়া যেলার শাহজাহানপুর থানায় ১৫.০২.২০০৫ তারিখে লক্ষ্মীকোলা গ্রামে নাট্যানুষ্ঠানে বোমা হামলা। বিবাদী ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। চার্জশীট। বিচার শেষে বেকসুর খালাস ৩১.০৭.২০১১ইং।

১০. বগুড়া যেলার শাহজাহানপুর থানায় ১৫.০২.২০০৫ তারিখে লক্ষ্মীকোলা গ্রামে নাট্যানুষ্ঠানে বোমা হামলায় একজনকে হত্যা মামলা। চার্জশীট। বিচার শেষে বেকসুর খালাস ২০.১১.২০১৩ইং।